AKASHVANI(AIR)

RNU: KOLKATA

Bengali Text Bulletin

20-05-2026 **Time: 7.35 AM**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ–

১) রাজ্যের মহিলাদের জন্য ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ প্রকল্পের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২) রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি বদল করেছে।

৩) মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ে পর্যালোচনা করতে আজ জেলা সফরে যাচ্ছেন।

৪) তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর দুটি বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি করেছে পুরসভা।

৫) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামীকাল পুনর্নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণার রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু।

৬) রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জন্য আর্থিক পুরস্কার বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে।

oooooooooooooooooooooo

রাজ্যের মহিলাদের জন্য ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ প্রকল্পের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের প্রকাশিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামী পয়লা জুন থেকে রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তবে আবেদনকারী কোনও স্থায়ী সরকারি চাকরিতে থাকতে পারবেন না এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীন কোনও দফতর, সরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত, পুরসভা বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হলে এই সুবিধা মিলবে না। পাশাপাশি আয়করদাতা মহিলারাও এই প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকবেন।

সরকারি নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, প্রকল্পের টাকা সরাসরি উপভোক্তার আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

বর্তমানে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের আওতায় থাকা সমস্ত উপভোক্তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-য় স্থানান্তর করা হবে। তবে এসআইআর-২০২৬-এ মৃত, স্থানান্তরিত বা তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা বন্ধ হবে। যদিও যাঁদের মামলা এখনও এসআইআর ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন অথবা যাঁরা সিএএ-র জন্য আবেদন করেছেন এবং যাঁদের আবেদন এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা পেতে থাকবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

নতুন আবেদনকারীদের জন্য আগামী ১৫ জুন থেকে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা পোর্টাল’ চালু হবে। সেখানে অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়া যাবে। গ্রামীণ এলাকায় বিডিও এবং শহরাঞ্চলে মহকুমাশাসকরা আবেদন যাচাই করে অনুমোদনের জন্য জেলাশাসকের কাছে পাঠাবেন। কলকাতা পুর এলাকার ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে কলকাতা পুরসভা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, জেলাগুলিতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনার এই প্রকল্পের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবেন।

অর্থ দফতরের সম্মতিতেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি বদল করেছে। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের প্রকাশিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্যের ওবিসি তালিকায় থাকা ৬৬টি শ্রেণিকে ৭ শতাংশ সংরক্ষণের আওতায় রাখা হবে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ২২ মে ২০২৪ সালের রায়ের প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১০ সালের আগে রাজ্যের ওবিসি তালিকাভুক্ত ৬৬টি শ্রেণিকে সংবিধানের ১৬(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে ওবিসি ক্যাটেগরি ‘এ’-এর জন্য ১০ শতাংশ এবং ওবিসি ক্যাটেগরি ‘বি’-এর জন্য ৭ শতাংশ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা চালু ছিল, তা আদালত বাতিল করে দেয়। এরপরই নতুন করে সংরক্ষণের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এখন থেকে এই ৬৬টি শ্রেণির জন্য মোট ৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর হবে। তালিকায় কাপালি, বৈশ্য কাপালি, কুর্মি, সূত্রধর, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তেলি, নাপিত, যোগী-নাথ, গোয়ালা-গোপ, ময়রা, বরুইজীবী, মালাকার, জোলা (আনসারি-মোমিন), তাঁতি, ধানুক, কেওরি, রাজু, করণি, কাহার, বেটকার, নিউয়ার, থামি, যোগি, ধিমল, গঙ্গোত, তুরহা, নস্যা শেখ-সহ একাধিক সম্প্রদায়ের নাম রয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর, আদালতের নির্দেশ অনুসারে আপাতত ২০১০ সালের আগে তালিকাভুক্ত ৬৬টি শ্রেণিকেই সংরক্ষণের আওতায় রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নতুন করে সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ওবিসি তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ে পর্যালোচনা করতে আজ জেলা সফরে যাচ্ছেন। সকাল **১০**-টায় কলকাতা থেকে বাগডোগরা পৌঁছে তিনি **শিলিগুড়ির** উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের সাত জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন**।**

আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দার্জিলিং, কোচবিহারের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ছাড়াও নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজই তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা। বিকেলে তিনি BSF-কে জমি হস্তান্তর করা নিয়ে নবান্নে একটি বৈঠক করবেন।

আগামীকাল তাঁর পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দুই বর্ধমানের প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

রাজ্য সরকার প্রথম দফায় স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে চার শহরকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার পৌরোহিত্যে গতকাল নতুন দিল্লীতে আয়োজিত বৈঠকে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল যোগ দেন। পরে তিনি বলেন এই প্রকল্পে দক্ষিনবঙ্গের দূর্গাপুর, আসানসোল ও উত্তরবঙ্গের কালিম্পং এবং দার্জিলিং শহরকে যুক্ত করা হবে। এইজন্যে কেন্দ্র রাজ্যকে দুশো কোটি টাকা দেবে বলে তিনি জানান। এই প্রকল্পে চার শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করা ছাড়াও পরিচ্ছন্নতায় জোর দেওয়া হবে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) পদে তিন IAS-এর নাম নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, নীলম

মিনা, তন্ময় চক্রবর্তী এবং মৌমিতা গোদারা বসু— এই তিনজনের নাম প্রস্তাব হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তিনজনই অভিজ্ঞ এবং নির্বাচন পরিচালনার প্রশাসনিক কাজে দক্ষ বলে তাঁদের নাম বিবেচনায় আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে বর্তমান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল রাজ্যের মুখ্য সচিব হয়েছেন। আইন অনুযায়ী তিনি আর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে থাকতে পারেন না। সেই কারণেই পরবর্তী সিইও বেছে নিতে রাজ্যের তরফে সম্ভাব্য আধিকারিকদের এই তালিকা কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ooooooooooooooooooooo

তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর দুটি বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলার নোটিশ জারি করেছে পুরসভা। হরিশ মুখার্জী রোডের "শান্তিনিকেতন" ও কালীঘাট রোডে তার মায়ের নামের বাড়ির বে আইনি অংশ সাত দিনের মধ্যে নিজেদের তরফ থেকে ভাঙতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তা' না হলে পুরসভাই ওই কাজ করবে এবং ভাঙার খরচ'ও তাদের দিতে হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পর বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

ooooooooooooooooooooo

আজকের প্রসঙ্গে, কবি পক্ষে শুনবেন একটি আলোচনা - ‘‘বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান।" চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথনের সঙ্গে কথা বলেছেন অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী। অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে আজ রাত সাড়ে নটায় গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে, ডিটিএইচ বাংলা এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

ooooooooooooooooooooo

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামীকাল পুনর্নির্বাচন।

ওই কেন্দ্রে দু'লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৪৪ জন ভোটদাতা রয়েছেন। ভোট গ্রহণ করা হবে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গোটা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোতায়েন করা হচ্ছে ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি, দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় থাকছে ৩৫টি কুইক রেসপন্স টিম।

উল্লেখ্য, গত ২৯শে এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনে ফলতায় ভোট নেওয়া হলেও একাধিক কারচুপির অভিযোগে তা বাতিল ক'রে পুননির্বাচনের কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ভোটগণনা ২৪শে মে।

oooooooooooooooooooo

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ফলতার উন্নয়নে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তাকে সার্থক করতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন বলে গতকাল জানিয়েছেন।

(বাইট - জাহাঙ্গির)

এদিকে, জাহাঙ্গির খানের এই সিদ্ধান্ত তার নিজস্ব এবং এক্ষেত্রে দলের কোন ভূমিকা নেই বলে, তৃণমূল কংগ্রেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। দলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেছেন, জাহাঙ্গীর খান কোনো ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করল কিনা, তা' দল খতিয়ে দেখবে।

(বাইট- কুণাল)

যদিও, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেও, নির্বাচনী পদ্ধতিতে নাম প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ না থাকায় প্রকৃতপক্ষে জাহাঙ্গীর খান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রইলেন।

সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে, তৃণমূল কংগ্রেস ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ২৮-টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ৯৯ শতাংশ ভোট কারচুপি করেছিল।

(বাইট- সেলিম)

তৃণমূল ও বিজেপির সমঝোতার বার্তা দিতেই জাহাঙ্গির খানের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত বলে ISF নেতা নওশাদ সিদ্দিকী মন্তব্য করেছেন।

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে যে আঁতাত রয়েছে, তা’ আরো একবার প্রমাণিত হল।

(বাইট- শুভঙ্কর)

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

ফলতার পুনর্নির্বাচন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করার পর গতকাল দলের বিধায়কদের নিয়ে কালীঘাটে নিজের বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী’ও। বৈঠকে, জাগাঙ্গীর খানকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। দলকে বিড়ম্বনায় ফেলায়, তাঁকে বহিস্কারের দাবী তোলেন কয়েকজন বিধায়ক। এই বৈঠকেও মমতা ব্যানার্জী, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকার কথা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে আগামীকাল হাওড়া, শিয়ালদা ও বালিগঞ্জ স্টেশনে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হবে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এবং বিধাননগর পুর এলাকার একাধিক নিয়োগ ও টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলর ও এমআইসি দেবরাজ চক্রবর্তীকে গতকাল সিআইডি আটক করেছে। এর আগে এই মামলার তদন্তে ইডি-সিবিআইয়ের নজরে ছিলেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই দেবরাজের কোনো খোঁজ মিলছিল না। গতকাল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবানীভবনে নিয়ে যায়।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জন্য আর্থিক পুরস্কার বৃদ্ধির কথা ঘোষনা করেছে। ক্রীড়া মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক গতকাল কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন বাংলার কোনো ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক জিতলে আট কোটি, রৌপ্য পদক এর জন্য ছয় কোটি এবং ব্রোঞ্জ পদকের জন্য চার কোটি টাকার পুরস্কার মূল্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ন্যাশনাল গেমসে পদক জয়ীদের জন্য আর্থিক পুরস্কার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী বলেছেন।

ক্রীড়া মন্ত্রী জানান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক জয়ীরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন আগামীদিনে খেলো ইন্ডিয়া ও সাঁই এর সঙ্গে আলোচনা করে বাংলার খেলাধুলার উন্নতিতে ক্রীড়া দপ্তর কাজ করবে। তিনি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে বারোটি খেলা নিয়ে জেলায় ক্রীড়া মহোৎসবের আয়োজন করা হবে। যার মাধ্যমে প্রান্তিক অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। বাংলায় জাতীয় ক্রীড়ানীতি সার্বিকভাবে প্রয়োগ করার কথাও ক্রীড়া মন্ত্রী জানিয়েছেন।

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo